

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৬
তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি
আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা
পথ-পদ্ধতি ও ভ্রান্তি নিরসন

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ একাডেমি জেদ্দা, সৌদিআরব

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
ইমাম ও খতীব: আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা
মুহাদ্দিস: টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা, টঙ্গি, গাজীপুর



সাফাওয়াতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২-২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৬
তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি
মূল: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
সাফাতুল মুশরফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ : মার্চ ২০২৩ ঈসায়ী
দশম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায় ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-58-6

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, www.wafilife.com, khidmashop.com
☎ 16297 or 01519521971 ☎ 01799925050 ☎ 01939773354
www.kitabghor.com/merchant/maktabatul-ashraf ☎ 01630-355211
আমাদের বই পেতে কল করুন : ০১৯৭৭-১৪১৭৬৪, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ডিজিট করুন: www.maktabatulashraf.com, facebook.com/maktabatulashraf

মূল্য : পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

TASAWUF O ATMASHUDDHI

By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Maulana Muhammad Jalaluddin
Price: Tk. 550.00 US\$ 25.00

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রাপ্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

মাকতাবাতুল আশরাফ সম্পর্কে
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হুম-এর

অভিমত ও দুআ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ.

বাংলাদেশের বিভিন্ন সফরে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেবের সাথে বান্দার পরিচয়। এ সূত্রেই জানতে পারলাম মাকতাবাতুল আশরাফ নামে তাঁর একটি অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বাংলা তরজমা প্রকাশ করে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.-এর বেশকিছু মূল্যবান রচনার তরজমা তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই অকর্মণ্যের যিক্র ও ফিক্র, জাহানে দীদাহ, ইসলামী মাজালিসসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার মানসম্মত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এবারের এই সফরে দেখতে পেলাম বান্দার আসান তরজমায়ে কুরআন-এর প্রথম খণ্ড মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের অনুবাদে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি দুই খণ্ডও মুদ্রণাধীন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বান্দা পরিচিত নয়। তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা এসব অনুবাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল। তাঁদের মতে এগুলো বাংলা ভাষাশৈলী ও বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণও বটে। অধিকতর আনন্দের বিষয় হল, সবগুলো বইয়ের লিপি ও মুদ্রণ আধুনিক রুচিসম্মত এবং এগুলোর বাহ্যিক অলংকরণও মাশাআল্লাহ উৎকৃষ্টমানের।

আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল আশরাফ উম্মতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন দিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীজনের এ খেদমতের বিশেষ সমাদর করা উচিত। অন্তর থেকে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা এসব মেহনত কবুল করে নিন এবং একে দ্বীনী খেদমতের মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।

বিনীত

শাইখুল ইসলাম
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
Khatun

২৯ জুমাদাউল উলা ১৪৩১ হিজরী
৯ মে ২০১০ ঈসায়ী

(বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)
ঢাকায় অবস্থানকালে

[পাঁচ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাজিমা জনাব সউদ উসমানী সেগুলোর একটি ‘বিষয়ভিত্তিক সমগ্র’ প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতেও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সমগ্রটিকে তার, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবুল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

বান্দা
 মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
 দারুল উলূম করাচী
 ৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুলুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, ‘হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু’আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোনো সফরে আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচন, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে ‘আসান নেকীয়া’ ও ‘ইসলাহী খুতবাত’-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশি উপকারী হবে। হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘ইদারয়ে ইসলামিয়াত’-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুলুমের

সকল উর্দু রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলামী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং আপাতত চৌদ খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড : ‘ইসলামী আকীদা বিষয়ক’, দ্বিতীয় খণ্ড : ‘ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ’, তৃতীয় খণ্ড : ‘ইসলামী মু‘আমালাত’, চতুর্থ খণ্ড : ‘ইসলামী মু‘আশরাত’, পঞ্চম খণ্ড : ‘ইসলাম ও পারিবারিক জীবন’, ষষ্ঠ খণ্ড : ‘তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি’, সপ্তম খণ্ড : ‘মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন’, অষ্টম খণ্ড : ‘উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত’, নবম খণ্ড : ‘ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব’, দশম খণ্ড দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত ও আদাব’, একাদশ খণ্ড : ‘ইসলামী মাসসমূহের ফাযায়েল ও মাসায়েল’, দ্বাদশ খণ্ড : ‘সীরাতুল্লাহী ও আমাদের জীবন’, ত্রয়োদশ খণ্ড : ‘উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য’ এবং চতুর্দশ খণ্ড : ‘ইসলাম ও বর্তমানকাল’ সম্পর্কে। গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি। আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথম খণ্ড : ‘ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস’, দ্বিতীয় খণ্ড : ‘ইবাদাত-বন্দেগী : হাকীকত, ফযীলত ও আদব’, তৃতীয় খণ্ড : ‘ইসলামী মু‘আমালাত’, চতুর্থ খণ্ড : ‘ইসলামী মু‘আশরাত’ এবং পঞ্চম খণ্ড : ‘ইসলাম ও পারিবারিক জীবন’ নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের ভূয়সী প্রসংশা কুড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই ষষ্ঠ খণ্ড : ‘তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি’ প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশিষ্ট খণ্ডসমূহও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন।

আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ক্রটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুল-ক্রটি (বিশেষত হরকতের ভুল)

থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাক্বাল আলামীন।

তারিখ
রবিউছ ছানি ১৪৩৬ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রসঙ্গে

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! আলহামদুলিল্লাহ!!! আল্লাহ সুবহানাল্ছ ওয়াতাআলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমাদের কোন প্রকার যোগ্যতা ছাড়াই মাকতাবাতুল আশরাফ তার প্রকাশিত বইসমূহকে হক্কানী রব্বানী উলামায়ে কেলামসহ সর্ব শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে একটি জায়গা করে নেওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ; আমাদের দুই শতাধিক বইয়ের প্রায় সবগুলোই পাঠকপ্রিয়! তবে কিছু বইয়ের কাটতি বিস্ময়কর। সে সকল বইয়ের মধ্যে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্ছমের “ইসলাম ও আমাদের জীবন” (১-১৫ খণ্ড) সিরিজটি অন্যতম। প্রায় অর্ধযুগ পূর্ব হতে আমরা এ জীবনঘনিষ্ঠ সিরিজটি প্রকাশ করছি। প্রথম প্রকাশের পর হতেই এটির পরিমার্জনের তাকিদ অনুভূত হচ্ছিল এবং কাজও শুরু করেছিলাম কিন্তু বৃহত আকারের ও পনের খণ্ডের বই সম্পাদনায় বেশ সময় লেগে যায়। আলহামদুলিল্লাহ তিনজন বিজ্ঞ ও দক্ষ সম্পাদকের সম্পাদনার পর এখন পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে...

আল্লাহপাক কবুল ও মাকবুল করুন এবং সকলের জন্য উপকারী বানান।
আমীন।

সবশেষে আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত আরয এই যে, আপনাদের প্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ ও তার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আপনারা আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

তারিখ

৪ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৪ হিজরী
মোতাবেক ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ ঈসায়ী

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
স্বত্বাধিকারী : মাকতাবাতুল আশরাফ
দারুত তাসনীফ : মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ৪র্থ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

তাসাওউফের স্বরূপ ও তার দাবি ৩১-৪১

আধ্যাত্মিক বিধানের আলোচনা	৩২
আত্মার সাথে সম্পৃক্ত হারাম কাজ	৩২
এসব জিনিস তারবিয়াতের মাধ্যমে লাভ হয়	৩৩
তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি	৩৩
তাসাওউফের বিষয়ে দুটি ভুল হস্তক্ষেপ	৩৪
তাসাওউফের সঠিক রূপরেখা	৩৪
হযরত উমর ফারুক রাযি.-কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান	৩৫
হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর আখেরাতের ভয়	৩৬
হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নালা ভাঙার ঘটনা	৩৭
আমার পিঠের উপর উঠে নালা ঠিক করুন	৩৭
হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর আত্মশুদ্ধি	৩৮
আমাদের সমাজের অবস্থা	৩৮
আমাদের চিকিৎসক প্রয়োজন	৩৯
নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা	৪০
সরলমনা মানুষ যাবে কোথায়!	৪০
কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিহ থাকবেন	৪০
সব জিনিসের মধ্যেই ভেজাল রয়েছে	৪০
যেমন আত্মা, তেমন ফেরেশতা	৪১
সারকথা	৪১

তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও শায়খের প্রয়োজনীয়তা ৪২-৫১

‘আনফাসে ঈসা’ কিতাবের সংকলকের পরিচয়	৪২
‘আনফাসে ঈসা’ কিতাবের পরিচয়	৪৪
তাসাওউফের আসল লক্ষ্য কী?	৪৪
শায়খের প্রয়োজনীয়তা	৪৭
হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা	৪৮

[এগারো]

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিনয় ও নিজেকে অবমাননা করার মধ্যে পার্থক্য	৪৯
হযরত খানভী রহ.-এর একটি ঘটনা	৪৯
সুগন্ধির দৃষ্টান্ত	৫০
আম ও গুড়ের মিষ্টতার পার্থক্য	৫০
আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য	৫১
‘তায়কিয়া’র ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ৫২-৬৩	
তিনটি গুণের বর্ণনা	৫৩
আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থ	৫৩
হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার } চারটি উদ্দেশ্য	৫৪
পরিশুদ্ধির প্রয়োজন কেন?	৫৫
বই-পুস্তকের শিক্ষার পর হাতে-কলমের শিক্ষা অপরিহার্য	৫৫
হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালীম ও তারবিয়াত } উভয়টির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে	৫৬
চারিত্রিক পরিশুদ্ধির অর্থ কী?	৫৬
আত্মা মানুষের আমলের উৎস	৫৭
আত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ গচ্ছিত রাখা হয়েছে	৫৭
অন্তরে ভালো ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া উচিত	৫৮
আত্মার গুরুত্ব	৫৮
দেহের সুস্থতা আত্মার সুস্থতার উপর নির্ভরশীল	৫৯
আত্মার ইচ্ছা পবিত্র হওয়া উচিত	৫৯
সদিচ্ছার দৃষ্টান্ত	৫৯
আত্মার আমল হালাল-হারাম উভয় প্রকার হয়ে থাকে	৬০
ইখলাস আত্মার হালাল আমল	৬০
শোকর ও সবর আত্মার আমল	৬১
তাকাব্বুর আত্মার হারাম কাজ	৬১
এরই নাম ‘তায়কিয়া’	৬২
তাসাওউফের প্রকৃত স্বরূপ	৬২
সারকথা	৬৩

সমাজ সংস্কার কীভাবে হবে? ৬৪-৮৩

সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে কেন?	৬৫
রোগ নির্ণয়	৬৫
নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল, আর অন্যদের চিন্তায় মগ্ন	৬৬
সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৬৭
অসুস্থ ব্যক্তির অন্যের অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়?	৬৭
তার পেটে তো ব্যথা নেই	৬৭
রোগের চিকিৎসা	৬৮
আত্মসমালোচনার মজলিস	৬৮
মানুষের সর্বপ্রথম কাজ	৬৯
সমাজ কী?	৬৯
সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি	৬৯
হযরত হুয়াইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর বৈশিষ্ট্য	৭০
দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিজের সম্পর্কের } মুনাফিকির আশঙ্কা	৭১
আত্মা থেকে বের হওয়া কথায় প্রভাব হয়ে থাকে	৭১
আমলহীন মানুষের কথায় প্রভাব সৃষ্টি হয় না	৭১
হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায	৭২
হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা	৭২
‘সওমে বেসালে’র নিষেধাজ্ঞা	৭৩
হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত	৭৩
আল্লাহর মাহবুব পরীখাও খনন করেছেন	৭৪
পেটে পাথর বাঁধা	৭৪
তাজেদারে মদীনার পেটে দুটি পাথর বাঁধা ছিল	৭৫
হযরত ফাতেমা রাযি.-এর কষ্ট	৭৫
শাবানের ৩০ তারিখে নফল রোযা রাখা	৭৬
হযরত থানভী রহ.-এর সতর্কতা	৭৭
সমাজ সংস্কারের পস্থা	৭৭
নিজের দায়িত্ব পালন করুন	৭৮
এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা	৮০
সন্তানের সংশোধন কতক্ষণ পর্যন্ত করবে	৮০
তোমরা নিজেকে নিজে ভুলে যেয়ো না	৮১
বক্তা ও ওয়ায়েযদের জন্যে বিপজ্জনক কথা	৮২
বাতি থেকে বাতি জ্বলে	৮৩

আত্মশুদ্ধির চিন্তাও করুন ৮৪-১০০

মুসলিমদের দুর্দশার কারণ	৮৫
এ কেমন গন্তব্য! কেমন পথ!	৮৬
সংশোধনের সূচনা অন্যদের থেকে কেন?	৮৬
আত্মশুদ্ধির চিন্তা নেই	৮৭
কথায় ওজন নেই	৮৭
প্রত্যেককে নিজের আমলের জওয়াব দিতে হবে	৮৭
হযরত যুননুন মিসরী রহ.-এর আলোচনা	৮৮
নিজের গুনাহের প্রতি দৃষ্টি ছিল	৮৯
আমার চোখে কেউ খারাপ থাকল না	৯০
নিজের রোগের চিন্তা কেমন হয়ে থাকে!	৯১
এক মহিলার শিক্ষণীয় ঘটনা	৯১
হযরত হানযালা রাযি.-এর নিজের ব্যাপারে মুনাফিকির সন্দেহ	৯২
হযরত উমর রাযি.-এর নিজের ব্যাপারে মুনাফিকির সন্দেহ	৯৩
দ্বীনের বিষয়ে অজ্ঞতার চূড়ান্ত	৯৫
বর্তমানে আমাদের অবস্থা	৯৫
সংশোধনের পদ্ধতি এই	৯৬
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তারবিয়াত করেছেন?	৯৬
সাহাবায়ে কেরাম খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়েছিলেন	৯৭
নিজের উপর জরিপ চালান	৯৮
বাতি থেকে বাতি জ্বলে	৯৯
এ চিন্তা কীভাবে সৃষ্টি হবে?	১০০
দারুল উলূমে অনুষ্ঠিত ইসলামী মজলিসসমূহ	১০০

আত্মার পবিত্রতা ও তার প্রভাবসমূহ ১০২-১১৩

আত্মার গুরুত্ব	১০৩
ফিতনা-ফাসাদের কারণ নীতি চরিত্রের অশুদ্ধতা	১০৩
মন্দ চরিত্রের ফল	১০৪
টাকা কামানোর প্রতিযোগিতা	১০৪
আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার স্বল্পতার ফল	১০৫
ইরাকের উপর আমেরিকার আক্রমণ	১০৫
কুরআনে কারীমের হুকুম এবং তার উপর আমল না করার ফল	১০৫
মুসলিম উপকরণসমৃদ্ধ	১০৬
ব্যক্তিস্বার্থ সামনে রাখার ফল	১০৬
আমরা স্বার্থপরতায় লিপ্ত	১০৭
আমাদের দেশে দুর্নীতি	১০৭
পৃথিবীতে সফলতার জন্য পরিশ্রম শর্ত	১০৮
আল্লাহ তাআলার একটি মূলনীতি	১০৮
আমাদের দুআ কবুল হলো না কেন?	১০৯
আমরা পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর আমলকারী নই	১০৯
আমরা শত্রুর মুখাপেক্ষী হয়ে গেছি	১১০
এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করণ	১১১
ব্যক্তির সংশোধন দ্বারা সমাজের সংশোধন হয়	১১১
আমেরিকার ভীর্ণতা	১১২
কত দিন পর্যন্ত এমন আক্রমণ হবে?	১১২
এসব ব্যাধি থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করণ	১১৩

আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা করণ ১১৪-১২৮

মহব্বত ইচ্ছাধীন নয়	১১৫
আল্লাহর নেয়ামতরাজি এবং নিজের আমল সম্পর্কে চিন্তা করা	১১৫
নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে মুরাকাবা ও ধ্যান করণ	১১৬
আল্লাহওয়ালাদের সংসর্গ দ্বারা ধ্যান-খেয়াল লাভ হয়	১১৬
কুরআনে কারীমে চিন্তা-ফিকিরের আহ্বান	১১৭
এ আকাশ আমার জন্য! এ যমীন আমার জন্য!	১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
এই সূর্য আমার জন্য	১১৯
নিজের দেহ নিয়ে ভাবুন	১১৯
ক্ষুধা কখন লাগে?	১২০
‘আস্বাদন’ শক্তি এক বিশাল নেয়ামত	১২০
যদি আস্বাদন শক্তি নষ্ট হয়ে যায়	১২১
পাকস্থলীতে স্বয়ংক্রিয় মেশিন সেট করা	১২১
বিনা দরখাস্তে আল্লাহ তাআলা এসব দিয়েছেন	১২২
চোখ বিশাল এক নেয়ামত	১২২
কান ও জিহ্বা বিস্ময়কর দু’টি নেয়ামত	১২৩
রাতে শোয়ার পূর্বে এই আমল করুন	১২৩
চতুর্পার্শ্বের নেয়ামতের শোকর	১২৪
বিপদ ও পেরেশানীর সময় নেয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করা	১২৪
মিয়াঁ ছাহেব রহ. জন্মগত ওলী ছিলেন	১২৫
অসুস্থাবস্থায় শোকরের ধরন	১২৫
নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করুন	১২৬
দাঁত এক বিশাল নেয়ামত	১২৬
আল্লাহওয়ালাগণের সোহবতের ফায়দা	১২৭
উপকারীর সঙ্গে কি মহব্বত হবে না?	১২৭
শোকর আদায় করার বিস্ময়কর ঘটনা	১২৮

আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা সৃষ্টি করার উপকরণ ও পদ্ধতি ১২৯-১৪৮

তাঁর নেয়ামত সকলের জন্য উন্মুক্ত	১২৯
দোস্তুদের দিয়েছেন অভাব-অনটন এবং দুশমনদের দিয়েছেন সচ্ছলতা	১৩০
এসব নেয়ামতের প্রতি মনোযোগ নেই	১৩১
তৃতীয় পদ্ধতি : নিজের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা	১৩১
নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করুন	১৩২
এতে আল্লাহর শোকর ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়	১৩২
জনৈক ব্যুয়ুর্গ ও অহংকারীর ঘটনা	১৩৩
বিনয় ও ভঙ্গুরতা কাম্য	১৩৪
নিজের চোখে ছোট এবং অন্যের চোখে বড়	১৩৪

বিলোপই শুরু, বিলোপই শেষ	১৩৫
চতুর্থ পদ্ধতি : আল্লাহওয়ালাদের সোহবত	১৩৫
আল্লাহর মহব্বত বদ্ধমূল করছি	১৩৬
পঞ্চম পদ্ধতি : নিয়মিত ইবাদত করা	১৩৬
এর দ্বারা পরস্পর পরস্পরের উপর নিরভর্শীল হওয়া আবশ্যিক হচ্ছে	১৩৭
শুরুতে সামান্য মেহনত ও হিম্মত প্রয়োজন	১৩৭
বাস্পের চাপে রেলগাড়ি জোরে চলে	১৩৭
‘মহব্বত’ বাস্পের মতো	১৩৮
ফ্লাইয়ের পূর্বে রানওয়েতে বিমান চলা	১৩৮
ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করণ	১৩৯
প্রবৃত্তি দমনে এ চিন্তা উপকারী তওবা তরবা	১৩৯
দু’টি পথ : খোদার পথ ও প্রবৃত্তির পথ	১৪০
কষ্ট সুস্বাদু হয়ে যাবে	১৪০
ভগ্ন হৃদয়ের সাথে আল্লাহ পাক থাকেন	১৪০
আত্মা নূর বিকিরণের কেন্দ্র	১৪১
আমি বিরান ঘরেই অবস্থান করব	১৪১
মহব্বত দ্বারা আনুগত্য এবং আনুগত্য দ্বারা মহব্বতের ফল	১৪২
রাসূল <small>ﷺ</small> -এর অনুসরণ আনুগত্যের সহজ পস্থা	১৪৩
হুযূর <small>ﷺ</small> -এর অনুসরণ করণ, আল্লাহ তাআলা মহব্বত করবেন	১৪৩
প্রেম প্রথমে প্রেমাস্পদের অন্তরে সৃষ্টি হয়	১৪৪
প্রতিটি কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ জরুরী	১৪৪
কোনো সুন্নাতেই ছোট নয়	১৪৪
তখন আপনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হলেন	১৪৫
যেসব সুন্নাতে কোনো কষ্ট নেই	১৪৫
‘উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম <small>ﷺ</small> ’ সুন্নাতের ডায়েরি	১৪৬
যতক্ষণ বাজারে লাউ পাবে অবশ্যই কিনবে	১৪৭
তিন দিন পর্যন্ত নিজের কর্মকাণ্ডের উপর সমীক্ষা চালাই	১৪৭
এসব তিরস্কার গলার হার	১৪৭
কিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ কাফেরদের লক্ষ্য করে হাসবে	১৪৮

আল্লাহর নিকট আল্লাহর ভালোবাসা প্রার্থনা করুন ১৫০-১৫৭

এই তিন জিনিসের চেয়ে অধিক আল্লাহর মহব্বত চাই	১৫১
ঠাণ্ডা পানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুবই প্রিয় ছিল	১৫১
থলি ও পেয়ালা তাঁর কাছেই চান	১৫২
চাওয়ার পদ্ধতিও তাঁর কাছেই চান	১৫২
তাঁর কাছেই ভালো দুআ করার তাওফীক কামনা করুন	১৫৩
বাইতুল্লাহর প্রতি পয়লা নজরের দুআ	১৫৩
মহব্বত লাভের উপায়সমূহের সারকথা	১৫৪
মহব্বতের বিশেষ কোনো স্তর কামনা করো না	১৫৪
পাত্র মোতাবেক মহব্বত দেওয়া হয়	১৫৫
অকৃতজ্ঞতা ও হতাশার শিকার হয়ে পড়বেন	১৫৫
আমার পানপাত্রে আমার উপযুক্ত মদিরাই রয়েছে	১৫৬
একটি চিঠি ও হযরতের জবাব	১৫৬
সারকথা!	১৫৭

নফসের সংঘাত ১৫৮-১৭১

মানুষের নফস স্বাদে অভ্যস্ত	১৫৯
প্রবৃত্তির চাহিদার মধ্যে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি নেই	১৫৯
স্বাদ ও ভোগের কোনো সীমা নেই	১৬০
পাশ্চাত্যে প্রকাশ্যে ব্যভিচারের ঢল	১৬০
আমেরিকায় ধর্মণের আধিক্য কেন	১৬১
এ পিপাসা নিবারিত হওয়ার নয়	১৬১
সামান্য কষ্ট সহ্য করুন	১৬১
প্রবৃত্তি দুর্বলের জন্য সিংহের ন্যায়	১৬২
প্রবৃত্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়	১৬২
প্রবৃত্তির গুনাহের স্বাদ লেগেছে	১৬৩
আল্লাহর যিকিরে শান্তি রয়েছে	১৬৩
আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না	১৬৪
এখন তো এ আত্মাকে তোমার উপযুক্ত বানাতেই হবে	১৬৫
এ কষ্ট মা কেন সহ্য করে?	১৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভালোবাসা কষ্টকে বিলুপ্ত করে দেয়	১৬৬
মাওলার মহব্বত যেন লাইলির মহব্বত থেকে কম না হয়	১৬৭
বেতন-ভাতার ভালোবাসা	১৬৮
নফসকে ইবাদতের স্বাদে পরিচিত করুন	১৬৮
আমি তো রাতদিন আত্মহারা হয়ে থাকতে চাই	১৬৯
নফসকে নিষ্পেষিত করতে ভালো লাগবে	১৬৯
ঈমানের মধুরতা লাভ করুন	১৭০
তাসাওউফের সারকথা	১৭০
মন তো ভাঙার জন্যই	১৭১

আত্মার ব্যাধি ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা ১৭৩-১৯০

‘আখলাকে’র স্বরূপ ও গুরুত্ব	১৭৪
আত্মার গুরুত্ব	১৭৪
দ্রুত দাফন করো	১৭৪
আধ্যাত্মিক রোগসমূহ	১৭৫
আত্মার সৌন্দর্য	১৭৬
দৈহিক ইবাদত	১৭৬
বিনয় আত্মার কাজ	১৭৬
ইখলাস আত্মার একটি অবস্থার নাম	১৭৭
শোকের আত্মার কাজ	১৭৭
সবরের হাকীকত	১৭৭
আধ্যাত্মিক গুণ অর্জন করা ফরয	১৭৮
আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ হারাম	১৭৮
ক্রোধের স্বরূপ	১৭৯
ক্রোধের উদ্বেক না হওয়া একটি রোগ	১৭৯
ক্রোধের মধ্যেও ভারসাম্য কাম্য	১৮০
হযরত আলী রাযি. ও ক্রোধ	১৮০
ভারসাম্য প্রয়োজন	১৮১
আত্মার গুরুত্ব	১৮১
এগুলো অদৃশ্য ব্যাধি	১৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুফিয়ায়ে কেলাম আত্মার ডাক্তার	১৮২
বিনয়, নাকি বিনয়ের নামে লৌকিকতা?	১৮২
অন্যের জুতা সোজা করা	১৮৪
তাসাওউফ কী?	১৮৪
ওযীফা ও আমলের হাকীকত	১৮৫
মুজাহাদার আসল উদ্দেশ্য	১৮৫
শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর নাতির ঘটনা	১৮৬
শায়খের নাতির ইস্তিকবাল	১৮৬
এখনো ক্রটি রয়েছে	১৮৭
এখন দিলের ভূত ভেঙেছে	১৮৮
সেই দৌলত আপনাকে দেওয়া হলো	১৮৮
ইসলাহের আসল উদ্দেশ্য	১৮৯
আত্মশুদ্ধি জরুরী কেন?	১৮৯
নিজের জন্য আধ্যাত্মিক চিকিৎসক খুঁজে নিন	১৯০

দিল থেকে দুনিয়া বের করে দিন ১৯১-২১৩

‘যুহদে’র হাকীকত	১৯২
দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গুনাহের মূল	১৯২
হযরত আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে হুযর <small>গাথাছাড়া আলাহিউ মুয়াদ্দিন</small> -এর ভালোবাসা	১৯৩
আত্মা একজনের ভালোবাসাই ধারণ করতে পারে	১৯৪
দুনিয়াতে আছি, কিন্তু দুনিয়া-অশ্বেষী নই	১৯৫
দুনিয়ার দৃষ্টান্ত	১৯৫
দুই ভালোবাসা একত্রিত হতে পারে না	১৯৬
দুনিয়ার দৃষ্টান্ত টয়লেটের মতো	১৯৭
দুনিয়ার জীবন যেন ধোঁকায় না ফেলে	১৯৭
শায়খ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর ঘটনা	১৯৮
হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.-এর ঘটনা	২০০
এ ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করুন	২০০
আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. ও দুনিয়ার মহব্বত	২০১
ওই বাগান আমার আত্মা থেকে বের হয়ে গেছে	২০১

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে চলে আসে	২০২
দুনিয়া ছায়ার ন্যায়	২০৩
বাহরাইন থেকে সম্পদ এল	২০৩
সাহাবায়ে কেরামের যুগে অভাব-অনটন	২০৫
এ দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধ্বংস না করে	২০৬
যখন তোমাদের পায়ের নীচে গালিচা বিছানো থাকবে	২০৬
জান্নাতের রুমাল এর চেয়ে উত্তম	২০৭
সারা পৃথিবী মশার পাখার সমানও নয়	২০৮
সারা পৃথিবী তাদের দাসে পরিণত হয়	২০৯
শামের গভর্নর হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.	২০৯
শামের গভর্নরের বাসস্থান	২১০
বাজার দিয়ে অতিক্রম করেছি, কিন্তু খরিদদার নই	২১১
একদিন মরতে হবে	২১২
দুনিয়া ধোঁকার সামগ্রী	২১২
যুহদ কীভাবে লাভ হবে?	২১৩

ধনলিঙ্গা ও পদলিঙ্গা আধ্যাত্মিক ব্যাধি ২১৪-২৩০

পদলিঙ্গার তাৎপর্য	২১৫
যশ-খ্যাতি ও সুনাম কামনা	২১৫
এক প্রকারের পদমর্যাদা লাভ করা শরীয়তেও কাঙ্ক্ষিত	২১৫
প্রয়োজনাতিরিক্ত মর্যাদা কামনা করা	২১৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে পদলিঙ্গা	২১৬
ভীষণ প্রয়োজন কি?	২১৬
ওয়ায ও বক্তব্য দানে সতর্কতা	২১৭
মাকবুল বক্তার জন্য সতর্কতা	২১৮
নফসের খারাবির বিস্ময়কর ঘটনা	২১৮
একটি ভুল চিন্তা	২১৯
শায়খের তত্ত্বাবধানে কাজ করণ	২১৯
শায়খ আবুল হাসান নূরী রহ.-এর ইখলাস	২১৯
বাদশাহর উপর শায়খ আবুল হাসান রহ.-এর ইখলাসের প্রভাব	২২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ঘটনা	২২০
সকল বুয়ুর্গ বিনয়ের ফলে আল্লাহর ওলী হয়েছেন	২২২
বৈধ পদের ভুল ব্যবহার	২২২
চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা সংগ্রহ করা	২২৩
খুশিমনের অনুমতি ছাড়া মহর মাফ হয় না	২২৩
মহর মাফ নেওয়া একটি মন্দ প্রচলন	২২৪
চাঁদার একটি জায়েয পদ্ধতি	২২৪
সুপারিশের অর্থ	২২৪
পদের অন্যায় ব্যবহার	২২৫
প্রশংসাপ্রীতির আপদ	২২৬
উপটৌকনের বিষয়ে একটি ভুল প্রচলন	২২৬
প্রশংসাপ্রীতি ভিত্তিহীন	২২৬
এক নাপিতের ঘটনা	২২৮
হিন্দি ভাষার একটি প্রবাদ	২২৮
সব কাজ আল্লাহর জন্য করবে	২২৯
পদলিঙ্গার চিকিৎসা	২২৯
ভালো কোনো কাজ হলে	২৩০

অলসতার প্রতিষেধক কর্মতৎপরতা ২৩২-২৪১

তাসাওউফের সারকথা দুটি বিষয়	২৩৩
নফসকে ফুসলিয়ে কাজ নাও	২৩৪
প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে যদি ডাক আসে	২৩৫
আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রেখো না	২৩৬
নিজের উপকারের জন্য এসে থাকি	২৩৬
জীবনের সেই সময়গুলো কোন কাজের?	২৩৬
দুনিয়ার পদ-পদবি	২৩৭
বুয়ুর্গদের খেদমতে হাজির হওয়ার উপকারিতা	২৩৯
কথাগুলো এখন তোমার হয়ে গেল, যথাসময়ে স্মরণ হবে	২৩৯
কানে জোরপূর্বক কথা প্রবেশ করাবে	২৪০
ওয়ার ও অলসতার মধ্যে পার্থক্য	২৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
এ রোযা কার জন্য রাখছিলে?	২৪০
অলসতার চিকিৎসা	২৪১
কুদৃষ্টি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি ২৪২-২৫৫	
কুদৃষ্টির স্বরূপ	২৪৩
এই তিতা ঢোক পান করতে হবে	২৪৩
আরবদের কফি	২৪৪
এরপর মধুরতা ও স্বাদ উপভোগ হবে	২৪৪
চোখ অনেক বড় নেয়ামত	২৪৫
মুহূর্তে সাত মাইলের সফর	২৪৫
চোখের সঠিক ব্যবহার	২৪৫
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার চিকিৎসা	২৪৬
কামনামূলক চিন্তার চিকিৎসা	২৪৬
তোমার জীবনের ফিল্ম চালিয়ে দেওয়া হলে!	২৪৭
আত্মা ধাবিত হওয়া ও বিচলিত হওয়া গুনাহ নয়	২৪৮
চিন্তা করে করে স্বাদ গ্রহণ করা হারাম	২৪৮
পথচলার সময় দৃষ্টি নত রাখুন	২৪৯
এ কষ্ট জাহান্নামের কষ্টের চেয়ে কম	২৫০
সাহসিকতার সাথে কাজ করুন	২৫০
হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চরিত্র অবলম্বন করুন	২৫১
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পদ্ধতি অবলম্বন করুন	২৫২
দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুআ কবুল হওয়া	২৫৩
দ্বীনী উদ্দেশ্যের দুআ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে	২৫৪
দু'আ করার পর যদি গুনাহ হয়ে যায়	২৫৪
আরও তাওবার তাওফীক লাভ হয়	২৫৫
তখন আমি তোমাকে উঁচু মাকামে পৌঁছাব	২৫৫
সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার একটাই ব্যবস্থা	২৫৫

দৃষ্টি নত করা শিখুন ২৫৭-২৬৭

পশ্চিমা সভ্যতার অভিশাপ	২৫৮
এ চাহিদা কোথাও গিয়ে থামবে না	২৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
তারপরও প্রশমিত হয় না	২৫৯
সীমা অতিক্রম করার পরিণতি	২৫৯
প্রথম সীমানা, দৃষ্টির হেফাজত	২৬০
চক্ষু অবনত রাখুন	২৬১
বর্তমানে চোখের হেফাজত করা কঠিন হয়ে পড়েছে	২৬১
চোখ কত বড় নেয়ামত!	২৬২
চোখের হেফাজতের জন্য পয়সা খরচ করতে প্রস্তুত	২৬২
বিস্ময়কর চোখের মণি	২৬৩
চোখের হেফাজতের খোদায়ী ব্যবস্থা	২৬৩
চোখের উপর শুধু দুটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে	২৬৪
দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার সময় যদি শর্ত আরোপ করা হয়	২৬৪
দৃষ্টিপাত সাওয়াবের কারণ	২৬৫
দৃষ্টির হেফাজতের একটি পদ্ধতি	২৬৫
সাহসিকতার সাথে কাজ করুন	২৬৬
সারকথা	২৬৭

চোখ অনেক বড় নেয়ামত ২৬৮-২৭৭

প্রথম হুকুম : চোখের হেফাজত	২৬৯
চোখ অনেক বড় নেয়ামত	২৭০
চোখও ব্যভিচার করে	২৭০
লজ্জাস্থানের হেফাজত চোখের হেফাজতের উপর নির্ভরশীল	২৭১
দুর্গ অবরোধ করা	২৭১
মুমিনের ফেরাসাত সম্পর্কে সতর্ক থাকো	২৭২
পুরো সেনাবাহিনী বাজার দিয়ে অতিক্রম করল	২৭৩
এই দৃশ্য দেখে তারা ইসলাম গ্রহণ করল	২৭৩
ইসলাম কি তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে?	২৭৪
শয়তানের আক্রমণ চারদিক থেকে	২৭৪
নীচের পথ সংরক্ষিত	২৭৫
আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিতির চিন্তা	২৭৫
আকস্মাৎ দৃষ্টি মাফ	২৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
এটা নেকমহারামী	২৭৬
আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করণ	২৭৭

গুনাহ ছাড়ুন, আবেদ হতে পারবেন ২৭৮-২৮৯

ইবাদতগুজার কীভাবে হবে?	২৭৯
নফল ইবাদত মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়	২৭৯
গুনাহের দৃষ্টান্ত	২৮০
হালাল খাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করণ	২৮০
উভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে?	২৮১
দুই মহিলার ঘটনা	২৮১
এ বিষয়ে অধিক চিন্তা করণ	২৮২
এটা মারাত্মক বিপজ্জনক বিষয়	২৮২
কুধারণা ত্যাগ করণ	২৮৩
উড়ো কথা ছড়ানো গুনাহ	২৮৪
চাকুরির পুরো সময় দিচ্ছেন তো?	২৮৪
জাপানি বলে মাল বিক্রি করা	২৮৪
জুয়া খেলা হারাম	২৮৫
জাল সার্টিফিকেট তৈরি করা	২৮৫
‘ইবাদত’ বন্দেগীর নাম	২৮৫
জিহ্বার হেফাজত করণ	২৮৬
মুখ থেকে উচ্চারিত একটি শব্দ	২৮৭
আসরে গীবত ও সমালোচনা	২৮৭
মেপে কথা বলুন	২৮৮
প্রকৃত মুজাহিদ কে?	২৮৮
চোখ-কান-জিহ্বা বন্ধ করণ	২৮৯

গুনাহের ক্ষতিসমূহ ২৯১-৩১১

পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?	২৯২
আসল জিনিস গুনাহ থেকে বাঁচা	২৯৩
গুনাহ ছাড়ার চিন্তা নেই	২৯৩

নফল ইবাদত ও গুনাহের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত	২৯৪
আত্মশুদ্ধিকামীদের জন্য প্রথম কাজ	২৯৫
সব ধরনের গুনাহ ত্যাগ করুন!	২৯৫
পরিবার-পরিজনকে গুনাহ থেকে বাঁচান!	২৯৬
মহিলাদের কাজের গুরুত্ব	২৯৬
গুনাহ কী জিনিস?	২৯৭
গুনাহের প্রথম খারাবি অকৃতজ্ঞতা	২৯৭
গুনাহের দ্বিতীয় খারাবি অন্তরে মরিচা পড়া	২৯৭
গুনাহের চিন্তার ক্ষেত্রে মুমিন ও ফাসেকের পার্থক্য	২৯৮
নেক কাজ ছুটে গেলে ঈমানদারদের অবস্থা	২৯৮
গুনাহের তৃতীয় খারাবি অন্ধকার	২৯৯
গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত	৩০০
গুনাহের চতুর্থ খারাবি বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়া	৩০০
গুনাহ শয়তানের বুদ্ধিকে উল্টিয়ে দিয়েছে	৩০১
শয়তানের তাওবার শিক্ষণীয় ঘটনা	৩০১
তোমার হিকমত জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই	৩০২
তুমি চাকর নও বান্দা	৩০৩
মাহমুদ ও আয়াযের শিক্ষণীয় ঘটনা	৩০৪
বান্দা তো সেই, যে হুকুম পালন করে	৩০৫
গুনাহ ছাড়লে নূর লাভ হয়	৩০৬
গুনাহের পঞ্চম ক্ষতি বৃষ্টি বন্ধ হওয়া	৩০৬
গুনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি রোগ সৃষ্টি হওয়া	৩০৬
গুনাহের সপ্তম ক্ষতি খুন-খারাবি	৩০৭
খুন-খারাবির একমাত্র সমাধান	৩০৭
ওযীফার চেয়ে গুনাহ ছাড়ার বিষয়ে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত	৩০৮
গুনাহের উপর সমীক্ষা চালান	৩০৮
তাহাজ্জুদগুজার থেকে অগ্রগামী হওয়ার উপায়	৩০৯
মুমিন ও তার ঈমানের দৃষ্টান্ত	৩০৯
গুনাহ লিখতে বিলম্ব করা হয়	৩১০

যেখানে গুনাহ করেছেন, সেখানেই তাওবা করুন	৩১১
গুনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিন	৩১১

আল্লাহর ভয় গুনাহের প্রতিষেধক ৩১২-৩৩৯

এর নাম 'তাকওয়া'	৩১৩
আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব	৩১৩
আমার অন্তরে আমার ওয়ালেদ মাজেদের প্রতি সমীহ	৩১৩
দুধের মধ্যে পানি মেশানোর ঘটনা	৩১৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৩১৫
অপরাধ নির্মূল করার উত্তম পস্থা	৩১৬
সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া	৩১৭
আমাদের আদালত ও মামলা-মোকদ্দমা	৩১৭
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৩১৮
শয়তান কীভাবে বিপথগামী করে	৩১৮
যুবকদেরকে টিভি নষ্ট করে দিয়েছে	৩১৯
ছোট গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তি বড় গুনাহ করে থাকে	৩১৯
এই গুনাহ সগীরা না কবীরা?	৩২০
গুনাহের চাহিদা হলে এ কথা চিন্তা করুন!	৩২১
গুনাহের স্বাদ ক্ষণস্থায়ী	৩২২
যৌবনকালে ভয় ও বৃদ্ধকালে আশা	৩২২
দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত	৩২৩
স্বাধীনতা আন্দোলন	৩২৩
লাল টুপির ভয়	৩২৪
আত্মা থেকে ভয় বের হয়ে গেছে	৩২৫
আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন	৩২৫
নির্জনে আল্লাহর ভয়	৩২৬
রোযা অবস্থায় আল্লাহর ভয়	৩২৬
সর্বত্র আল্লাহর এই ভয় সৃষ্টি করুন	৩২৬
জান্নাত কার জন্য?	৩২৭
জান্নাতের চতুর্দিকে কষ্টের আবরণ রয়েছে	৩২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবাদতের উপরেও ইস্তিগফার করা উচিত	৩২৮
নেক বান্দাগণের অবস্থা	৩২৯
মারেফাত অনুপাতে আল্লাহর ভয় হয়ে থাকে	৩২৯
হযরত হানযালা রাযি.-এর ভয়	৩৩০
হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর ভয়	৩৩০
ভয় সৃষ্টি করার উপায়	৩৩২
তাকদীর প্রবল হয়ে দেখা দেয়	৩৩৩
নিজের আমল নিয়ে গর্ব করবেন না	৩৩৩
মন্দ আমলের অশুভ পরিণতি	৩৩৩
সগীরা ও কবীরা গুনাহের দৃষ্টান্ত	৩৩৪
বুয়ুর্গদের সাথে বেয়াদবি করার বিপদ	৩৩৪
নেক আমলের বরকত	৩৩৫
তাকদীরের হাকীকত	৩৩৬
নিশ্চিত হবেন না	৩৩৭
জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব	৩৩৭
জাহান্নামীদের স্তর	৩৩৮
হাশরের ময়দানে মানুষের অবস্থা	৩৩৮
জাহান্নামের বিশালতা	৩৩৯

মুজাহাদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩৪০-৩৫৪

দুনিয়াবী কাজে মুজাহাদা	৩৪১
শিশুকাল থেকে মুজাহাদার অভ্যাস গড়া	৩৪১
জান্নাতে মুজাহাদা থাকবে না	৩৪১
জাহান্নামের জগৎ	৩৪২
এটি দুনিয়ার জগৎ	৩৪২
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করণ	৩৪৩
এ সময় যদি বাদশাহর পয়গাম আসে	৩৪৪
আল্লাহর সান্নিধ্য চেষ্টাকারীদের জন্য	৩৪৫
সে কাজ সহজ হয়ে যাবে	৩৪৫
সম্মুখে অগ্রসর হও	৩৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকাও মুজাহাদা	৩৪৬
জায়েয কাজে মুজাহাদা কেন?	৩৪৭
চারটি মুজাহাদা	৩৪৮
কম খাওয়া একটি মুজাহাদা	৩৪৮
ওজনও কম হলো এবং আল্লাহও রাজি হলেন	৩৪৮
প্রবৃত্তিকে স্বাদ উপভোগ থেকে দূরে রাখতে হবে	৩৪৯
অধিক আহারের মাতলামী	৩৫০
কম কথা বলা একটি মুজাহাদা	৩৫০
জিহ্বার গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে	৩৫১
বৈধ বিনোদনের অনুমতি	৩৫১
মেহমানের সাথে কথা বলা সুন্নাত	৩৫২
ইসলাহের একটি পদ্ধতি	৩৫৩
কম ঘুমানোও মুজাহাদা	৩৫৩
মানুষের সাথে সম্পর্ক কমানো	৩৫৪
দিল একটি আয়না	৩৫৪

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ পদ্ধতি ৩৫৬-৩৬৫

প্রত্যেক সময়ের দুআ ভিন্ন	৩৫৭
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতি	৩৫৮
আল্লাহ তাআলা যিকিরের মুখাপেক্ষী নন	৩৫৮
আল্লাহ তাআলা থেকে গাফলত সমস্ত গুনাহের মূল	৩৫৯
আল্লাহ কোথায় গেছেন!	৩৬০
যিকির থেকে গাফলতির ফলে অপরাধ বেড়ে গেছে	৩৬১
অপরাধ নির্মূল করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	৩৬২
মৌখিক যিকিরও উপকারী ও কাম্য	৩৬২
আল্লাহর সাথে সম্পর্কের হাকীকত	৩৬৩
সবসময় চাইতে থাকুন	৩৬৩
এটি একটি ছোট ব্যবস্থাপত্র	৩৬৪
যিকিরের জন্য কোনো শর্ত নেই	৩৬৪
মাসনূন দুআর গুরুত্ব	৩৬৫

ওয়াসওয়াসার প্রতিকার ৩৬৭-৩৮৩

শয়তান ঈমান চোর	৩৬৮
ওয়াসওয়াসার কারণে পাকড়াও করা হবে না	৩৬৮
আকীদা সম্পর্কে অনাহত চিন্তা	৩৬৯
গুনাহের চিন্তা	৩৬৯
মন্দ চিন্তার সময় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন	৩৭০
নামাযের মধ্যে উদিত বিভিন্ন চিন্তার বিধান	৩৭১
নামাযের অবমূল্যায়ন করবেন না	৩৭১
ইমাম গায়ালী রহ.-এর একটি ঘটনা	৩৭২
কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করার বিধান	৩৭২
সিজদা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য	৩৭৩
বিভিন্ন চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা আসার মধ্যেও হিকমত রয়েছে	৩৭৪
নেক কাজ করার ইচ্ছা ও গুনাহের ইচ্ছার উপর পুরস্কার	৩৭৪
বিভিন্ন চিন্তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত	৩৭৫
ইচ্ছা করে চিন্তা নিয়ে আসা গুনাহ	৩৭৬
বিভিন্ন চিন্তা আসার প্রতিকার	৩৭৬
মন না লাগলেও নামায পড়তে হবে	৩৭৭
মানুষ আমলের জন্য আদিষ্ট	৩৭৭
ভাব না উদ্দেশ্য, না ক্ষমতাভুক্ত	৩৭৮
আমল সুনাত অনুপাতে হওয়া উচিত	৩৭৯
অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামায	৩৭৯
ফেরিওয়ালার নামায	৩৮০
কার নামাযের মধ্যে রুহানিয়াত বেশি?	৩৮০
নিরাশ হবেন না	৩৮১
ওয়াসওয়াসার কারণে খুশি হওয়া উচিত	৩৮১
ওয়াসওয়াসার সংজ্ঞা	৩৮২
অনাহত চিন্তা থেকে বাঁচার দ্বিতীয় চিকিৎসা	৩৮২



তাসাওউফের স্বরূপ ও তার দাবি*

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

উল্লিখিত আয়াতসমূহের অর্থ :

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। ২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী। ৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। ৬. নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৭. তবে কেউ এছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।^১

* ইসলামী খুতবাত খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১১৮-১৩৪; আসরের নামাযের পর বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী।

১. সূরা মুমিনূন (২৩), আয়াত ১-৭

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! কয়েক জুমা ধরে সূরা মুমিনূনের প্রথম কয়েকটি আয়াতের বর্ণনা চলছে। যার মধ্যে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা সফলকাম ঈমানদারদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চতুর্থ আয়াতে একটি গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, সফলকাম ঈমানদার তারা যারা যাকাতের উপর আমল করে। আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, এ আয়াতের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হলো যাকাত দেওয়া, আর দ্বিতীয় অর্থ হলো নিজের স্বভাব-চরিত্রকে পাক-পবিত্র করা। এই দ্বিতীয় অর্থের বর্ণনায় কয়েক জুমা অতিবাহিত হয়েছে। আজ এর পরিশিষ্ট আলোচনা করব। এরপর বেঁচে থাকলে পরবর্তী আয়াতসমূহের প্রতি মনোযোগ দেব।

আধ্যাত্মিক বিধানের আলোচনা

পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে নামায, রোযা ইত্যাদি বাহ্যিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধান আমাদের উপর আবশ্যিক করেছেন, তেমনিভাবে অভ্যন্তরের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধানও আমাদের উপর আরোপ করেছেন। যেমন মানুষের অন্তরে ইখলাস থাকতে হবে, রিয়া থাকা যাবে না। অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত থাকতে হবে। বিনয় থাকতে হবে, অহমিকা থাকা যাবে না। ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতে হবে। শোকরের ক্ষেত্রে শোকর করতে হবে। এসব বিধানের সম্পর্ক মানুষের অভ্যন্তর ও কলবের সঙ্গে।

আত্মার সাথে সম্পৃক্ত হারাম কাজ

এমনিভাবে আত্মার সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো হারাম কাজ রয়েছে। যেমন হিংসা করা হারাম। অহংকার করা হারাম। কারও প্রতি বিদ্বেষ রাখা হারাম। যশ-খ্যাতি ও মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা হারাম। তাই নীতি-চরিত্রের সংশোধন এবং সেগুলোকে পাক-পবিত্র করাও একজন মুমিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, সামর্থ্য হলে হজ্জ করা এবং উমরাহ করা যথেষ্ট নয়। বরং আত্মার এসব আমল ও আখলাককে সংশোধন করাও জরুরী। অন্তরে যেন অহংকার না থাকে, হিংসা না থাকে, প্রদর্শনপ্রবৃত্তি না থাকে, যশ-খ্যাতির উদ্দেশ্যে কাজ করা না হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে বদ্ধমূল না হয়। আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত অন্তরে থাকে। অন্তরে এসব গুণ অর্জন করা জরুরী।

এসব জিনিস তারবিয়াতের মাধ্যমে লাভ হয়

এখন প্রশ্ন হলো, এসব জিনিস অন্তরে অর্জন হয় কীভাবে? ভালো করে বুঝুন যে, এসব জিনিস শুধু কিতাব পড়ার দ্বারা লাভ হয় না, শুধু ব্যয়ন শোনার দ্বারা লাভ হয় না; বরং এর জন্য তারবিয়াতের প্রয়োজন পড়ে। পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের পেছনে যেসব উদ্দেশ্যের কথা কুরআনে কারীম আলোচনা করেছে তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মানুষের নীতি-চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করবেন। তাদের আত্মা থেকে নীতিহীনতার নোংরামি দূর করবেন। এ কাজ তারবিয়াতের মাধ্যমে হয়। ইসলামী শাস্ত্রসমূহের মধ্যে তাসাওউফ যেই শাস্ত্রের নাম, তার আসল উদ্দেশ্যই হলো আখলাকের তারবিয়াত করা। আপনারা ‘ফিকহ’ শব্দ শুনেছেন। ‘ফিকহ’ ওই শাস্ত্রকে বলে, যার মধ্যে যাহেরী আমলের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়। কোনটা জায়েয, কোনটা নাজায়েয? কোনটা হালাল, কোনটা হারাম? নামাযের সময় কোনটা? কীভাবে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হয়, কীভাবে পড়লে অশুদ্ধ হয়? রোযার বিধান কী? যাকাতের বিধান কী? হজ্জের বিধান কী? এসব বিষয় ফিকহশাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়। এসব বিধানের সম্পর্ক যাহেরী আমলের সঙ্গে।

তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি

আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত যেসব বিষয় আমি আলোচনা করছি, সেগুলোর বর্ণনা এবং সেগুলো অর্জন করার পদ্ধতি তাসাওউফশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে মানুষ তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্যের শিকার। কতক মানুষ মনে করে যে, শরীয়তের সাথে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের কোথাও তাসাওউফের কথা উল্লেখ নেই। তাসাওউফ গ্রহণ করা বিদআত। ভালো করে বুঝুন! কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফে নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের যেই নির্দেশ এসেছে তাই তাসাওউফের বিষয়বস্তু। এজন্য তাসাওউফ কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের পরিপন্থী কিছু নয়। অপরদিকে কতিপয় লোক তাসাওউফকে ভুল ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছে। তাদের নিকট তাসাওউফের অর্থ মোরাকাবা করা, কাশফ অর্জন হওয়া, ইলহাম হওয়া, স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা জানতে পারা এবং কারামত অর্জন হওয়া ইত্যাদি। তাদের নিকট এগুলোরই নাম তাসাওউফ।

এর ফলে তারা কতক সময় তাসাওউফের নামে শরীয়তপরিপত্তি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এ ব্যাপ্যারে তারা দু'ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে।

তাসাওউফের বিষয়ে দুটি ভুল হস্তক্ষেপ

এক ধরনের হস্তক্ষেপ তো এই করেছে যে, যেসব লোক নিজেদেরকে 'সূফী' বলেও আখ্যা দেয়, আবার ভাং-ও সেবন করে আর বলে যে, ভাং মৌলভীদের জন্য হারাম হলেও সূফীদের জন্য হালাল। কারণ আমরা তো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ভাং পান করে থাকি। নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ জানেন, আরও কত ধরনের অসার কথাবার্তা, গলদ আকীদা ও শিরকী চিন্তা-ভাবনার নাম দিয়েছে তাসাওউফ।

দ্বিতীয় হস্তক্ষেপ এই করেছে যে, মুরীদরা হলো পীরের দাস। একবার কাউকে পীর বানাতে সে পীর মদ পান করুক, জুয়া খেলুক, হারাম কাজ করুক, সুনাতকে পদদলিত করুক, কিন্তু পীর সাহেবের পীরগিরি ঠিকই থাকে। মুরীদকে তার পদচুম্বন করতে হবে। কয়েক দিন পর পর তার সামনে নজরানা পেশ করতে হবে। কারণ এভাবে পীর সাহেবকে খুশি না করা পর্যন্ত তার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। নাউযুবিল্লাহ! তাসাওউফের এই রূপরেখা না কুরআনে আছে, না হাদীসে আছে। শরীয়ত ও সুনাতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

তাসাওউফের সঠিক রূপরেখা

তাসাওউফের প্রকৃত রূপরেখা নীতি-চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ আমলের সংশোধন। এর জন্য সুনাতের অনুসারী সঠিক ইলমের ধারক এবং সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিজের অনুসরণীয় বানানো জরুরী। যিনি কোনো মুরুব্বীর মাধ্যমে নিজের তারবিয়াত করিয়েছেন। তার কাছে গিয়ে বলবে যে, আমি আপনার দিকনির্দেশনা চাই। তিনি তাকে দিকনির্দেশনা দান করবেন। যেমন সাহাবায়ে কেলাম রাযি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের মুরুব্বী বানিয়েছিলেন। তাঁর তারবিয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে নিজেদের আমল-আখলাক সংশোধন করেছিলেন। তাঁর আনুগত্য করেছিলেন। এ রূপরেখা পরিপূর্ণ সঠিক। এ পীর-মুরীদী বিশুদ্ধ এবং কুরআন-হাদীস ভিত্তিক। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় উত্তম চরিত্র

গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

‘আমাকে মানুষের আখলাককে পরিশুদ্ধ করা এবং সেগুলোকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।’^২

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন যে, আপনি যেভাবে বলবেন আমরা সেভাবে আমল করব। আমাদের মন চাক বা না চাক, আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে ধরুক বা না ধরুক, আপনি যা-কিছু বলবেন সে অনুপাতে আমরা আমল করব। এর ফলে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর আখলাককে এমন পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল করেন যে, তাঁদের পরে পৃথিবীর বুকে এবং আসমানের নীচে এমন উত্তম চরিত্রের লোক আর সৃষ্টি হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কখনোই নিজেদের নফসের ব্যাপারে গাফেল হতেন না। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াত লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সোহবত তাঁদেরকে নিখাদ বানিয়েছিল; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সবসময় এই আশঙ্কা করতেন যে, আমরা সঠিক পথ থেকে আবার বিচ্যুত হয়ে না যাই।

হযরত উমর ফারুক রাযি.-কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান

হযরত উমর ফারুক রাযি.- যাঁর সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ

‘আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে উমর নবী হতো।’^৩

যিনি নিজ কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, উমর জান্নাতে যাবে। যিনি সরাসরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

২. কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪, হাদীস নং ৫২১৭; জামউল জাওয়ামে সূযূতী কৃত, খণ্ড ১, হাদীস নং ৩০০০; সুনানে বাইহাকী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭২, হাদীস নং ২১৩০১; জামেউল আহাদীস, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৮৬, হাদীস নং ৮৮৯২; আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৪; আদদুরারুল মুনতাশিরাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬১৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৭৬৪

বলতে শুনেছেন, হে উমর! আমি যখন মেরাজে যাই এবং জান্নাতে ভ্রমণ করি তখন জান্নাতে একটি জমকালো মহল দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করি এ মহলটি কার? আমাকে বলা হয় যে, এটা উমর ইবনে খাত্তাবের মহল। আমার মন চাইল মহলের ভেতরে প্রবেশ করে দেখি। কিন্তু তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ হওয়ায় তোমার অনুমতি ছাড়া আমি তোমার ঘরে প্রবেশ করিনি। হযরত উমর রাযি. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,

أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارُ؟

‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাব?’^৪

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর আখেরাতের ভয়

এসব সত্ত্বেও হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর অবস্থা এই ছিল যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকাল হলে তিনি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর নিকট গমন করলেন। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের তালিকা বলেছিলেন যে, মদীনায় অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। হযরত উমর রাযি. তাঁর নিকট গেলেন এবং কসম দিয়ে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন! হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের যেই তালিকা আপনাকে বলেছেন তার মধ্যে আমার নাম নেই তো?^৫

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর এই ভয় এ কারণে হয়েছিল যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় তো নিঃসন্দেহে আমার অবস্থা ঠিক ছিল, যে কারণে তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল কি না। পরবর্তীতে আমার আখলাক নষ্ট হয়ে গেল কি না, এজন্য আমার ভয়। এঁরা ছিলেন সাহাবায়ে কেলাম! সবসময় তাঁদের এ ভয় লেগেই ছিল যে, আমাদের আমল-আখলাকের মধ্যে ত্রুটি চলে না আসে।

৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪০৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১০৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮১১৫

৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৯

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নালা ভাঙার ঘটনা

একবার হযরত উমর ফারুক রাযি. মসজিদে নববীর মধ্যে তাশরীফ আনলেন। বৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তির বাড়ির নালা (পানি নির্গমনী পাইপ) দিয়ে মসজিদে নববীর আড়িনায় পানি পড়ছে। তিনি বললেন, বাড়ির নালা দিয়ে মসজিদের মধ্যে পানি পড়া উচিত নয়। মসজিদ এজন্য নয় যে, মানুষ তার মধ্যে নিজের বাড়ির নালা (পানি নির্গমনী পাইপ) দিয়ে পানি ফেলবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার ঘর? লোকেরা বলল, এটা হযরত আব্বাস রাযি.-এর ঘর। তিনি ছিলেন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। হযরত উমর রাযি. বললেন, এটা ঠিক নয়। মসজিদ কারও জায়গীর হতে পারে না। তার মধ্যে ঘরের নালা (পানি নির্গমনী পাইপ) দিয়ে পানি ফেলা ঠিক নয়। এ কথা বলে তিনি নালাটি ভেঙে ফেললেন।

আমার পিঠের উপর উঠে নালা ঠিক করুন

এরপর হযরত আব্বাস রাযি. তাশরীফ আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মুমিনীন! এই নালা আপনি কেন ভেঙেছেন?

হযরত উমর রাযি. বললেন, মসজিদে নববী ওয়াকফকৃত সম্পদ। আল্লাহ তাআলার ঘর। আর এই নালা (পানি নির্গমনী পাইপ) আপনার ব্যক্তিগত ঘরের। মসজিদের মধ্যে এটা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই নালা লাগানো জায়েয ছিল না, এজন্য আমি ভেঙেছি।

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার জানা নেই যে, এই নালা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে লাগিয়েছিলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে লাগানো নালা আপনি ভেঙে দিয়েছেন।

এ কথা শুনে হযরত উমর ফারুক রাযি. হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আব্বাস! বাস্তবিকই কি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিয়েছিলেন?

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, হ্যাঁ, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত উমর ফারুক রাযি. বললেন, আমি আপনার সামনে হাত জোড় করে বলছি, আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজটি করুন। আমি এখানে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি, আপনি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে এখনই এই নালা ঠিক করুন।

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, আপনি ক্ষান্ত হোন। আপনি অনুমতি দিয়েছেন ব্যাপার চুকে গেছে। আমি নালা লাগিয়ে নেব।

হযরত উমর রাযি. বললেন, কেউ আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে এই নালা না লাগানো পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। খাত্তাবের ছেলের এই দুঃসাহস হলো কী করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি দেওয়া নালায় মধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তা ভেঙে ফেলেছে। সুতরাং হযরত উমর রাযি. তাঁকে নিজের পিঠে আরোহণ করিয়ে ওই নালা ঠিক করান।^৬

এমনটি কেন করেছেন? এজন্য করেছেন, যেন অন্তরে এই চিন্তা না জাগে যে, এখন আমি শাসক হয়েছি। আমার হুকুম কার্যকর হয়। আমি এখন ফেরাউন হয়েছি, তাই যা ইচ্ছা তাই করব। এ কাজের মাধ্যমে এই চিন্তাকে ধ্বংস করেছেন। নিজের নফসের ইসলাহ করেছেন। তাঁরা সবসময় নিজেদের আখলাক সঠিক রাখার ব্যাপারে সচেষ্টি থাকতেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর আত্মশুদ্ধি

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। শিক্ষিত সাহাবী ছিলেন। সূফী মনের বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। একবার তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর বানানো হয়। দিনে তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, আর সন্ধ্যায় মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে লাকড়ি বিক্রি করতেন।

এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, এ কাজ কেন করছেন?

তিনি বললেন, আমার নফস খুবই দুষ্টি। আমার ভয় হয় শাসক হওয়ার ফলে আমার অন্তরে আবার অহংকার চলে না আসে। এজন্য আমি আমার নফসকে নিজের বাস্তব অবস্থা বার বার দেখাই যে, তোমার বাস্তবতা এই।

আমাদের সমাজের অবস্থা

সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের নফসের সংশোধন, আখলাকের পরিশুদ্ধি এবং আত্মা থেকে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও ঘৃণা বিলুপ্ত করার জন্য

৬. তবাকাত ইবনে সা'আদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২; কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৬৬; মাজমাউয যাওয়াদেদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৬; হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৪

অনেক মেহনত-মুজাহাদা করেছেন। সূফীয়ায়ে কেলামও এ কাজই করিয়ে থাকেন। যেসব লোক সূফীয়ায়ে কেলামের নিকট নিজেদের ইসলামের জন্য আসে, তাঁরা তাদের আখলাকের নেগরানী করে থাকেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদের কখনো চিন্তাই জাগে না যে, আমাদের মধ্যে খারাবি আছে, দোষ আছে। আমাদের আখলাক খারাপ। আমাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হচ্ছে। আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রদর্শন-প্রবৃত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। যশ-খ্যাতির জন্য কাজ হচ্ছে। দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে বসে যাচ্ছে। এসব চিন্তা খুব কম মানুষেরই জাগে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনের সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু এসব খারাবি থাকা আর না থাকার বিষয়ে কোনো ড্রস্কেপ নেই। এসব মন্দ চরিত্র এমন যে, মানুষ নিজে বুঝতে পারে না যে, আমার মধ্যে এসব খারাপ দিক আছে। অহংকারী ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারে না যে, আমি অহংকার করছি। কোনো অহংকারকারীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কি অহংকার করছ? সে বলবে, আমি তো অহংকার করি না। কোনো অহংকারকারীই বলবে না যে, আমি অহংকার করি। কোনো হিংসুক স্বীকার করবে না যে, আমি হিংসা করি। অথচ তার অন্তরে অহংকার ও হিংসা ভরা।

আমাদের চিকিৎসক প্রয়োজন

এসব মন্দ চরিত্র মানুষের আখলাককে ধ্বংস করে দেয়। এজন্য এমন একজন চিকিৎসক প্রয়োজন, যিনি বুঝতে পারবেন যে, এই রোগ তার মধ্যে আছে কি না? থাকলে তার চিকিৎসা করবেন। এরই নাম তাসাওউফ ও পীর-মুরীদী। তাসাওউফের আসল হাকীকত এটাই। সুতরাং কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٩﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তাকওয়া অবলম্বন করো। তাকওয়া অবলম্বনের সহজ পন্থা এই যে, মুত্তাকীদের সাহচর্য অবলম্বন করো।’^১

তোমরা তাদের সাহচর্য অবলম্বন করলে তাদের স্বভাব-চরিত্র তোমাদের মধ্যে চলে আসবে। তাদের প্রকৃতি তোমাদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। তোমাদের মধ্যে কোনো রোগ থাকলে তারা তা চিনবেন এবং চিকিৎসা

করবেন। তোমাদের ইসলাহ করবেন। আখলাককে পরিশুদ্ধ করার এবং নিজেকে সংশোধন করার এই পদ্ধতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা

যাই হোক, কুরআনে কারীমের এই হুকুম মতে সঠিক ইলমের অধিকারী, বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী, বাহ্যিকভাবে সুন্নাতের অনুসারী এবং কোনো বুয়ুর্গের কাছে নিজেকে সংশোধনকারী আল্লাহওয়াল্লা ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া এবং তার দিকনির্দেশনা মোতাবেক আমল করা নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা।

সরলমনা মানুষ যাবে কোথায়!

বর্তমানে মানুষ প্রশ্ন করে থাকে যে, আমরা নিজেদের সংশোধনের জন্য কার নিকট যাব? কোনো সংশোধনকারীই চোখে পড়ে না। আগের যুগে বড় বড় বুয়ুর্গ ও বড় বড় শায়খ ছিলেন। যেমন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, হযরত আল্লামা শিবলী এবং হযরত মারুফ কারখী রহ.। এখন তো এসকল হযরত বিদ্যমান নেই। তাই যখন কোনো মুসলীহ নেই, তাই আমরা দায়মুক্ত। যা ইচ্ছা তাই করব, কারও কাছে যাওয়ার প্রয়োজনটা কী?

কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিহ থাকবেন

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন, এটা শয়তানের অনেক বড় ধোঁকা। প্রথম কথা এই যে, কুরআনে কারীম যখন বলেছে আল্লাহওয়াল্লাদের সাহচর্য অবলম্বন করো, তখন এ নির্দেশ শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এ নির্দেশ। সুতরাং এ আয়াতের মধ্যে এ সুসংবাদও রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহওয়াল্লাগণ থাকবেন। শুধু খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন।

সব জিনিসের মধ্যেই ভেজাল রয়েছে

আমার ওয়ালেদ ছাহেব বলতেন, এটা ভেজালের যুগ। সব জিনিসের মধ্যে ভেজাল। গমের মধ্যে ভেজাল, ঘি'র মধ্যে ভেজাল, দুধের মধ্যে ভেজাল। কোনো জিনিস খাঁটি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ভেজালের কারণে

কি আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, অমুক জিনিসের মধ্যে যেহেতু ভেজাল রয়েছে এজন্য তা খাব না। যেমন ঘি ও তেলের মধ্যে ভেজাল রয়েছে, এজন্য আগামীতে ঘি ও তেল ব্যবহার করব না, গ্রীজ ব্যবহার করব। এটা করি না। বরং এই ভেজালের যুগেও আমরা খোঁজ করি যে, কোথায় ভালো ঘি পাওয়া যায়, কোথায় ভালো তেল পাওয়া যায়। সেখান থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করি। তিনি বলতেন, সব জিনিসের মধ্যে যখন ভেজাল, আল্লাহ ওয়ালাদের মধ্যেও ভেজাল আছে। কিন্তু কেউ তালাশ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবেন। আজও সংশোধনকারীগণ বিলুপ্ত হয়ে যাননি।

যেমন আত্মা, তেমন ফেরেশতা

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ যুগে আপনি যদি মনে করেন যে, আমার ইসলামের জন্যে জুনায়েদ বাগদাদী রহ. প্রয়োজন, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. প্রয়োজন, তাহলে এটা নির্বুদ্ধিতা হবে। কারণ নিয়ম হলো, ‘যেমন আত্মা তেমন ফেরেশতা’। আপনি যেই মাপের, আপনার সংশোধনকারীও হবে সেই মাপের। এজন্য এখন পূর্বের যুগের মাপকাঠির সংশোধনকারী পাওয়া যাবে না। কিন্তু এমন সংশোধনকারী অবশ্যই পাওয়া যাবে, যিনি আপনার ইসলামের জন্যে যথেষ্ট। এজন্য কোনো আল্লাহ ওয়ালাকে খুঁজে নিন। তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করুন। নিজের সংশোধনের ফিকির করুন। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করবেন।

সারকথা

সারকথা এই যে, কুরআনে কারীম এই আয়াতের মধ্যে আমাদের আখলাককে পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আখলাক দ্বারা অভ্যন্তরীণ আমল উদ্দেশ্য। আখলাককে পরিশুদ্ধ করার উত্তম ও সহজ পন্থা হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করা। এজন্য আল্লাহ ওয়ালাদের তালাশ করুন। তাদের সোহবত অবলম্বন করুন। তাদের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন। তাহলে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরও এবং আপনাদেরকেও এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও শায়খের প্রয়োজনীয়তা*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ!

কয়েক বছর ধরে পবিত্র রমায়ান মাসে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ.-এর মালফূযাত শোনানোর ধারা চলে আসছে। উদ্দেশ্য, আমাদের মধ্যে যেন ইসলামের ফিকির পয়দা হয়। রমায়ানুল মোবারকের মাস বিশেষভাবে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক পরিশুদ্ধি লাভের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত। মানুষ যদি এ মাসের কদর করে এবং এ মাসে নিজের ইসলামের ফিকির ও ইহতিমাম করে, তাহলে সে দ্রুত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। এজন্য কয়েক বছর ধরে রমায়ানুল মোবারকে হযরত খানভী রহ.-এর নৈতিক পরিশুদ্ধি-সংক্রান্ত বাণী শোনানোর ধারা চলে আসছে।

‘আনফাসে ঈসা’ কিতাবের সংকলকের পরিচয়

এখন যে কিতাবটি আমার সামনে রয়েছে, এর নাম ‘আনফাসে ঈসা’। এ কিতাবটি হযরত খানভী রহ.-এর ইসলামী মালফূযাত, তারবিয়াতী হিদায়াত এবং আধ্যাত্মিক রোগসমূহের উপকারী ও পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্রের সারনির্ঘাস। হযরতের বিশিষ্ট খলীফা ও মুজায় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব এটি সংকলন করেছেন। হযরত খানভী রহ.-এর খলীফাদের সংখ্যা অনেক। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুপাতে হযরতের নিকট থেকে ফয়েয লাভ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকে আমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্য

* ইসলামী মাজলিস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭-৩৯, যোহরের নামাযের পর, রমায়ানুল মোবারক, জামে মসজিদ দারুল উলুম, করাচী।

তুল্য। কিন্তু প্রত্যেক খলীফার মধ্যে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে অন্যদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। হযরত মাওলানা ঈসা ছাহেব রহ. হযরত থানভী রহ.-এর প্রথম যুগের খলীফাদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরতের সঙ্গে সাদৃশ্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বাহ্যিক চেহারা-সুরত, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, কথাবার্তা সব বিষয়ে হযরতের সঙ্গে তাঁর খুব সাদৃশ্য ছিল। এমনকি কণ্ঠস্বরের মধ্যেও সাদৃশ্য ছিল। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন বাহির থেকে শ্রোতার ধোঁকা হতো যে, তিনি তিলাওয়াত করছেন, নাকি হযরত থানভী রহ. তিলাওয়াত করছেন? এত বেশি সাদৃশ্য ছিল! বাহ্যিকভাবে যখন এত বেশি সাদৃশ্য ছিল, তখন অভ্যন্তরীণভাবে কত ফয়েয যে তিনি লাভ করেছেন, তা আমরা অনুমানও করতে পারব না।

কারও যখন নিজের শায়খের সঙ্গে তীব্র মহব্বত ও পরিপূর্ণ মুনাসাবাত সৃষ্টি হয়, উপরন্তু দীর্ঘ সোহবত লাভ হয় এবং মজবুতভাবে ফয়েয হাসেল হয়, তখন অনেক সময় বাহ্যিক অভ্যাস ইত্যাদির মধ্যেও সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।

হযরতে সাহাবায়ে কেরামের জমানাতেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে যে,

كَانَ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ

ভাবভঙ্গি, ঠাঠাবসা, চালচলন ও লেবাস-পোশাকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.।^৮

মানুষ তাঁকে দেখে নিজেদের চক্ষু জুড়াত, যেমন কি না হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘিয়ারত লাভ করে চক্ষু জুড়াত।

হযরতে সাহাবায়ে কেরাম এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপার তো অনন্য মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। তবে এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নমুনা উন্মত্তের মধ্যেও পাওয়া যায়। এরই একটি নমুনা হযরত মাওলানা ঈসা ছাহেব রহ. এবং তাঁর শায়খ। যার মধ্যে এমন বাহ্যিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় তার সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি নিজের শায়খের রুচি-প্রকৃতি এবং ইলম ও ফয়েয আহরণ করেছেন এবং তা পুরোপুরি আত্মশুদ্ধি করেছেন।

৮. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫১, পৃষ্ঠা ১৪১, হাদীস নং ২৪১১৯; ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৪০, হাদীস নং ১৫৪১

‘আনফাসে ঈসা’ কিতাবের পরিচয়

যাই হোক, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. হযরত থানভী রহ.-এর সোহবত ও খেদমতে থাকা অবস্থায় হযরতের যেসব কথা শুনেছেন এবং যেসব শিক্ষা অর্জন করেছেন, সেগুলোর সারকথা তিনি আমাদের জন্য এই ‘আনফাসে ঈসা’ কিতাবে সংকলন করেছেন। এ কিতাব হযরতের অন্যান্য সাধারণ মালফূযাতের সংকলনের মতো নয়। সাধারণ মালফূযাত ও মাজালিসের কিতাবসমূহে দেখা যাবে যে, হযরত কোনো বিষয়ে একটি কথা বলেছেন, কিছু সময় পর অন্য বিষয়ে আরেকটি কথা বলেছেন, তারপর তৃতীয় বিষয়ে তৃতীয় কথা বলেছেন আর মানুষ সেগুলোকে একত্রিত করেছে। কিন্তু এ কিতাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. এমনটি করেননি। বরং তিনি হযরত থানভী রহ.-এর সোহবতে থাকাকালে তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে যা শুনেছেন এবং যেই তালীম অর্জন করেছেন, প্রথমে তা নিজে আত্মস্থ করেছেন, তারপর তার সারকথা বেশিরভাগ হযরত থানভী রহ.-এর ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

এভাবে সেসব শিক্ষার সারনির্যাস তিনি আমাদের জন্য এ কিতাবে সংকলন করেছেন। এজন্য ‘আনফাসে ঈসা’ কিতাবটি আমাদের জন্য বিরল-বিস্ময়কর একটি নেয়ামত।

তাসাওউফের আসল লক্ষ্য কী?

তাসাওউফ, তরীকত, সুলুক, ইহসান একই অর্থের বিভিন্ন শব্দ। তাসাওউফের উদ্দেশ্য কেবল যিকির করা নয়। অনেকে মনে করে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য কেবলই যিকির করা। আমরা যখন কোনো শায়খের কাছে বাইআত হব, তখন তিনি আমাদেরকে ওযীফা বলে দেবেন। কেউ কেউ মনে করে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য তাবীজ-কবজ ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। শায়খ আমাদেরকে কিছু আমল, তাবীজ ও রুহানী চিকিৎসা দেবেন। ভালো করে বুঝুন যে, এসবের সঙ্গে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি যিকিরও তাসাওউফের মূল লক্ষ্য নয়। বরং যিকির হলো মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। এমনিভাবে কতক মানুষ মনে করে যে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য হলো, নির্জনে বসে মোরাকাবা করা, চিল্লা লাগানো ও মুজাহাদা করা। অথচ এগুলো

তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং এগুলো হলো মূল উদ্দেশ্য অর্জনের বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি।

তাহলে তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমের এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

‘সে ব্যক্তি সফলতা লাভ করল, যে ‘তায়কিয়া’ তথা আত্মশুদ্ধি করল।’^৯

আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে তায়কিয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ

‘হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের থেকেই হবেন, যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালীম দেবেন এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন।’^{১০}

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে কিতাব ও হিকমতের তালীমকে নবীরূপে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ‘তায়কিয়া’কে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। ‘তায়কিয়া’র শাব্দিক অর্থ পাক-পবিত্র করা। শরীয়তের পরিভাষায় ‘তায়কিয়া’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের যেমন কিছু বাহ্যিক আমল আছে এবং এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ আছে; যেমন নামায পড়ো, রোযা রাখো, যাকাত দাও, হজ্জ করো ইত্যাদি এগুলো হলো আদেশ। মিথ্যা বলো না, গীবত করো না, মদ পান করো না, চুরি করো না, ডাকাতি করো না ইত্যাদি এগুলো হলো নিষেধ এবং গুনাহের কাজ। এগুলো থেকে বাঁচার জন্য শরীয়ত হুকুম দিয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তর অর্থাৎ কলবেরও কিছু কাজীফত গুণ আছে, যেগুলো অর্জন করা ওয়াজিব। এগুলো আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো অর্জন করা ছাড়া দায়িত্ব আদায় হবে না। আর কিছু গুণ আছে বর্জনীয়। এগুলো বর্জন করা ওয়াজিব। এগুলো নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ

৯. সূরা শামস (৯১), আয়াত ৯

১০. সূরা বাকারা (২), আয়াত ১২৯

তাআলার নেয়ামতের শোকর করা ওয়াজিব। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে সবর করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করা ওয়াজিব। তাওয়ায়ু, অর্থাৎ নিজেকে নিজে ছোট মনে করা এবং বিনয় অবলম্বন করা ওয়াজিব। ইখলাস অর্জন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি কাজ কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে। ইখলাস ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। শোকর, সবর, তাওয়াক্কুল, তাওয়ায়ু, ইখলাস ইত্যাদি গুণসমূহকে ‘ফাযায়েল’ ও ‘আখলাকে ফাযেলা’ বলা হয়। এগুলো অর্জন করা ওয়াজিব।

এমনিভাবে আত্মার কিছু খারাপ গুণ আছে, যেগুলো হারাম ও নাজায়েয। যেগুলো থেকে বাঁচা জরুরী। এগুলোকে ‘রাযায়েল’ ও ‘আখলাকে রাযীলা’ বলা হয়। এসব গুণ খারাপ ও দোষণীয়। এগুলোকে নিষ্পেষিত করতে হয়। যাতে এগুলো মানুষকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে। উদাহরণস্বরূপ অহংকার করা, অর্থাৎ নিজেকে নিজে বড় মনে করা। হিংসা করা। রিয়া করা, অর্থাৎ আল্লাহকে খুশি করার পরিবর্তে মানুষকে খুশি করার জন্যে এবং তাদেরকে দেখানোর জন্যে কোনো দ্বীনী কাজ করা। অহংকার হারাম, হিংসা হারাম, বিদেষ হারাম, প্রদর্শনপ্রবৃত্তি হারাম। অধৈর্য হওয়া, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকা, বরং ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, এটা হারাম। এগুলো রাযায়েল, যা মানুষের অন্তরে অবস্থান করে। এমনিভাবে ক্রোধকে মানুষ যদি অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তাহলে এটাও রাযায়েলের অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা এই যে, আত্মার অনেক ভালো গুণ আছে, যেগুলো অর্জন করা জরুরী। আর অনেক মন্দ চরিত্র আছে, যেগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরী। সূফীয়ায়ে কেলাম ও মাশায়েখগণ নিজেদের মুরীদ ও শাগরিদদের অন্তরে ভালো গুণ অর্জনের জন্য পানি সিঞ্চন করেন এবং মন্দ চরিত্রসমূহকে নিষ্পেষিত করার তালীম দান করেন। যেন মন্দ চরিত্র নিষ্পেষিত করতে করতে তা না থাকার পর্যায়ে চলে যায়। যার জন্য হযরত খানভী রহ. এই পরিভাষা বর্ণনা করেছেন যে, ‘ইমালা বা দরজায়ে ইযালা’, অর্থাৎ অন্তরে যেসব মন্দ চরিত্র রয়েছে, সেগুলোকে এ পরিমাণ দমন ও নিষ্পেষিত করা যে, ওই মন্দ চরিত্র থাকবে ঠিকই, তবে তা না থাকার মতো হয়ে যাবে। যাই হোক, তাসাওউফের মধ্যে রাযায়েলকে দমন করতে হয়, আর ফাযায়েলকে অর্জন করতে হয়। এরই নাম ‘তায়কিয়া’। এটাই তাসাওউফের মূল লক্ষ্য।

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

এই ‘তায়কিয়া’ সাধারণত কোনো শায়খের সাহচর্য অবলম্বন এবং তার সামনে নিজেকে বিলীন করা ছাড়া লাভ হয় না। কেন লাভ হয় না? এ কারণে যে—

لِكُلِّ فَرْجٍ رَجَالٌ

অর্থাৎ, প্রত্যেক বিষয় ও শাস্ত্র অর্জনের জন্য সে বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের কাছে যাওয়া জরুরী। ফিকহের কোনো মাসআলা জানতে হলে কোনো মুফতী ছাহেবের কাছে যেতে হবে। কারণ তিনি এই শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন কোন প্রশ্নের কী উত্তর দিতে হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক আমল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা এবং এ কথা চেনা যে, এ ব্যক্তির মধ্যে এ রোগ আছে কি না, সবার সাধ্যভুক্ত নয়? কারণ, আধ্যাত্মিক ব্যাধি প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। একটি জিনিস খুব ভালো, আরেকটি জিনিস খুব খারাপ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা বড় কঠিন। যেমন অহংকার করা হারাম এবং তা থেকে বাঁচা ওয়াজিব। কারণ অহংকার সর্ব রোগের মূল। আরেকটি গুণ হলো আত্মসম্মানবোধ, যা অর্জন করা ওয়াজিব। নিজেকে নিজে লাঞ্ছিত করা জায়েয নেই। কিন্তু এটা দেখা যে, কোনটা অহংকার আর কোনটা আত্মসম্মান? যে কাজ আমি করছি, তা অহংকারের কারণে করছি, নাকি আত্মসম্মানের কারণে? এতদুভয়ের মাঝে কে ভেদ রেখা টেনে দেবে? কে চিনবে যে, এটা অহংকার আর এটা আত্মসম্মান? এটা সবার সাধ্যভুক্ত বিষয় নয়। বিশেষ করে মানুষের জন্যে নিজের এসব ব্যাধি চেনা বড় কঠিন কাজ।

যেমন একটি ব্যাধি হলো নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করা। আমি এমন, আমি তেমন। আমার মধ্যে এই গুণ রয়েছে, আমার মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে, এটা হারাম। একে ‘তা‘আল্লী’ (تَعَالَى) ও অহমিকা বলা হয়। আরেকটি জিনিস হলো তাহদীসে নেয়ামত (تحديث نعمت) তথা নেয়ামতের বর্ণনা দেওয়া। যার সম্পর্কে কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে যে—

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

‘এবং আপনার প্রভুর নেয়ামতের বর্ণনা দিন।’^{১১}

এখন কে এর মাঝে পার্থক্য করবে যে, আমি যে গুণ বর্ণনা করছি, এটা 'তা'আল্লা' নাকি 'তাহদীসে নেয়ামত'?

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. থেকে শোনা একটি ঘটনা স্মরণ হলো। তিনি বলেন, একবার হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ. দিল্লীর মসজিদের মিম্বরে বসে ওয়াজ করছিলেন। অনেক বড় মজমা সামনে উপবিষ্ট ছিল। ওয়াজের মধ্যে তিনি বললেন, আজকে আমি আপনাদের এমন একটি কথা বলছি, যা আমার নিকটেই শুনবেন, অন্য কারও নিকটে পাবেন না। এ কথা আমি 'তাহদীসে নেয়ামত' (আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতিস্বরূপ) হিসেবে বলছি যে, এই ইলম আল্লাহ তাআলা আমাকেই দান করেছেন। এ কথা বলার পর মুহূর্তের জন্য তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! আমি বলেছি যে, এ কথা আমার নিকটেই শুনবেন, অন্য কারও কাছে শুনতে পাবেন না, এটা তো দাবি ও অহমিকা। আমি নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করে আবার একে নেয়ামতের বর্ণনা নাম দিয়েছি। এজন্য আমি ইস্তিগফার করছি। আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! একে তো আমি নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করেছি, উপরন্তু এই বড়ত্বকে নেয়ামতের বর্ণনার পর্দায় লুকানোর চেষ্টা করেছি। আর নিয়ম হলো, গোপন গুনাহের তাওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য গুনাহের তাওবা প্রকাশ্যে করা উচিত। যেহেতু এই গুনাহ আমি প্রকাশ্যে করেছি তাই প্রকাশ্যে তাওবা করছি যে, এভাবে বলা আমার ভুল হয়েছে। এই ভুলের জন্য ইস্তিগফার করছি। আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! ঠিক ওয়াজের মাঝখানে তিনি এই কাজ করলেন। অন্য কেউ এমন করে দেখাক! এ কাজ সে-ই করতে পারে যে নিজেকে মিটিয়েছে, নিজেকে বিলীন করেছে এবং নফসের সূক্ষ্ম চাল সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। নিজের নফসের (ধোঁকা ও চালবাজীর) উপর নজরদারী করে থাকে। সবসময় তার হিসাব নিতে থাকে। আপনি নিজে যদি দেখতে যান যে, যে কথা আমি বলছি, তা বড়ত্ব হিসাবে বলছি নাকি নেয়ামতের বর্ণনা হিসাবে, তাহলে মনে রাখবেন, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা বড় কঠিন কাজ। এটা চেনা সবার কাজ নয়।